দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার ১৩ ভাদ্র ১৪১৮ ■ ২৮ আগস্ট ২০১১

শহর ঢাকায় জলাবদ্ধতার বিড়ম্বনা

অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

গত কয়েকদিন একটানা বৃষ্টির ফলে রাজধানী ঢাকার প্রায় সব এলাকা বৃষ্টির পানিতে কমবেশী তলিয়ে গেছে। ঢাকার নিম্নাঞ্চলের মানুষ এই বৃষ্টিতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছিল। বছরের পর বছর ধরে ঢাকাবাসীকে এই সমস্যা পোহাতে হচ্ছে। সামান্য বৃষ্টি হলে নগরীতে পানি জমে সৃষ্টি হচ্ছে দুর্ভোগ। এ নিয়ে গবেষণা বা প্রতিশ্রুতি কম দেয়া হয়নি, কিন্তু কিছুতেই পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। বরং দিন যত গেছে পরিস্থিতির তত অবনতি হয়েছে। মাঝে থেকে জনগণের কিছু অর্থের শ্রাদ্ধ করছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো। তারপরও সেই একই কায়দায় আবারও অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। স্থায়ীভাবে এ ধরনের পরিস্থিতি নির্মূলের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞদের মত হলো, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট গড়ে ওঠা, সুপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ও নির্মিত বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা, নদী ও জলাশয় ভরাট, নদী খননে অবহেলা ইত্যাদি কারণে রাজধানী ঢাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও স্থায়ীভাবে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। কখনো কখনো দখলকৃত নদী উদ্ধারে তোড়জোড় লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমিক কর্মকাণ্ড দেখা যায়নি। ফলে দখলমুক্ত নদী এলাকাটি আবার দখল হয়ে যায়। অপরিকল্পিত নগরায়ণ বা অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট গড়ে উঠলেও সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি অনেক সময় দেখেও না দেখার ভান করে। বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথ সুপরিকল্পনার অভাবের অভিযোগ শোনা যায়। এছাড়া নির্মিত বাঁধগুলো রক্ষণাবেক্ষণে যথাযথ নজরদারি নেই। তবে রাজধানীর জলাবদ্ধতার জন্য ঢাকার চারপাশে থাকা নদী ও জলাশয় ভরাট, নদী, খাল, পুকুর ও খালগুলো নিয়মিত খনন না হওয়া এবং সুপরিকল্পিত ড্রেনেজ সিস্টেম না থাকা সবচেয়ে বেশী দায়ী। এ বিষয়গুলো নিয়ে মাঝে-মধ্যে তোড়জোড় দেখা গেলেও তা মাঝপথে আটকে যায়। ফলে সমস্যার তিমিরে পড়ে আছেন নগরবাসী।

টানা বর্ষণে ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতার কারণে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর অন্যতম হলো যানজট, সড়কের খানাখন্দ তৈরি হওয়া, সেই খানাখন্দে পড়ে আহত হওয়া, যানবাহন বিকল হওয়া, বস্তিবাসীর ঘর উপড়ে যাওয়া এবং নিম্নবিত্তের কর্মহীনতা। আর এ সকল সমস্যার রেশ ধরে নগরবাসীর জীবনে নেমে আসে চরম ভোগান্তি। দু'একদিন রাস্তায় পানি জমে থাকলে যেখানে-সেখানে সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। সেগুলোতে পড়ে অনেক যানবাহন বিকল হয়। রিক্সা বা যানবাহন উল্টে মানুষ আহত হয়। তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো নিম্নবিত্ত নগরবাসীর বাসস্থান ও কর্মহীন হয়ে পড়া। কিন্তু এ সকল বিষয় নিয়ে স্থায়ী কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। বরং সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসা একে অপরের উপর দোষ চাপায়। সিটি কর্পোরেশন বলে জলাবদ্ধতা নিরসন করতে না পারার জন্য তারা নয়, ওয়াসা দায়ী। আবার ঢাকা ওয়াসা বলে থাকে ডিসিসি নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কার না করার কারণে তাদের লাইনগুলো ময়লা-আবর্জনা দিয়ে বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে।

কোনো সমস্যা এলেই একে অপরের উপর দোষ চাপানোর অপসংস্কৃতি আমাদের দেশে অতি পুরনো একটি ধারা। আধুনিক বিশ্বের বাসিন্দা হয়েও সেই ধারা থেকে আমরা বের হতে পারছি না। বিশেষজ্ঞরা বহু আগে থেকেই বলছেন রাজধানীর খালগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণে অল্প বৃষ্টিতেই ঢাকা শহরে পানি জমে। কিন্তু দখল হয়ে যাওয়া খালগুলো উদ্ধারে নেই কার্যকর ও জোরালো কোনো উদ্যোগ। এই খালগুলো উদ্ধার, দখল হয়ে যাওয়া নদী দখলমুক্ত করা এখন সময়ের দাবি। এর পাশাপাশি রাজধানী ঢাকাকে নিয়ে নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে সকল বাস্তবতা মাথায় রেখে। এ সকল পরিকল্পনায় নগর বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিশেষজ্ঞকেও রাখতে হবে, যাতে করে এখন নেয়া পদক্ষেপের সুফল শত বছর পরেও পাওয়া যায়। শুধু নানা উপায়ে একের পর এক লোক দেখানো পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অর্থ শ্রাদ্ধের ইতি টানতে হবে। সেইসঙ্গে প্রয়োজন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ। একে অন্যের উপর দোষ চাপানো অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে সকলে মিলে সমস্যা মোকাবিলায় পরিকল্পিত সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে ঢাকাকে বসবাস উপযোগী রাখতে হলে। নতুবা ঢাকায় বসবাসকারী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণে মরে যাওয়া ঢাকানগরী কোটি কোটি মানুষের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা করছি, কিন্তু আমাদের অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নিয়ে ভাবছি না। আমরা বৈশ্বিক হতে চাচ্ছি, কিন্তু মননে লালন করছি সংকীর্ণ মনোভাব, দায় চাপাচ্ছি একে অন্যের ঘাড়ে। এই খারাপ অনিয়ম এখনই বন্ধ হওয়া দরকার।

রাজধানী ঢাকাকে তিলোত্তমা ঘোষণা করা হলেও তার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নজরে আসেনি। আবার অনেক সময় কোনো পরিকল্পনা নেয়া হলেও রাজনৈতিক কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় রাজধানী ঢাকা পরিণত হয়েছে একটি মৃত নগরীতে। যানজট, জলাবদ্ধতা, সড়কের অব্যবস্থাপনা, সড়ক দখল, যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ দেখলে রাজধানী ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং আমাদের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের ইতি ঘটানোর এখনই সময়। এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। এগিয়ে যেতে চাইছি আমরাও। এই এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের রাজধানীকে করতে হবে কলঙ্কমুক্ত। যানজট, জলাবদ্ধতা নিরসনসহ ঢাকাকে পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তুলে সেই কলঙ্ক মুছতে হবে আজ এখনই।

[লেখক: ডিন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]